বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ও জমি বেদখল : ব্যাহত শিক্ষার পরিবেশ

মো. আব্দুস ছাত্তার, উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ)
২৬ জুলাই ২০২৬, ১২:০০ এএম

উল্লাপাড়ায় ঐতিহ্যবাহী মোহনপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০ শতাংশ জমি দখল করে পুকুর খননের অভিযোগ উঠেছে এলাকার প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে চরম ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পাঠদান চলায় দুর্ঘটনার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। এতে ব্যাহত হচ্ছে বিদ্যালয়টির সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত শতবর্ষী এই বিদ্যালয়টির জমির পরিমাণ ৪৪ শতাংশ। তবে বর্তমানে এর প্রায় ৩০ শতাংশ জমিই স্থানীয় প্রভাবশালীদের দখলে চলে গেছে। সেখানে পুকুর খনন করে মাছ চাষ করায় বন্ধ হয়ে গেছে শিশুদের খেলাধুলা ও প্রাত্যহিক সমাবেশের কার্যক্রম। বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনের একটির ছাদের পলেস্তারা খসে রড বেরিয়ে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। অন্য ভবনের নিচের অংশের মাটি সরে যাওয়ায় পিলারগুলোও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

শিক্ষার্থীরা জানায়, ক্লাস চলাকালেই প্রায় সময় ছাদের পলেস্তারা খসে গায়ের ওপর পড়ে। ছোটখাটো দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটছে, ফলে তীব্র আতঙ্কের মধ্যেই ক্লাস করতে হচ্ছে তাদের। সন্তানদের এমন ঝুঁকিতে স্কুলে পাঠিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটান অভিভাবকরাও। তারা দ্রুত ভবন পুনর্নির্মাণ ও বেদখল হওয়া জমি উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফয়জুল আরাফাত জানান, জমি বেদখল হওয়ায় শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা বন্ধের পাশাপাশি প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার লিখিতভাবে অবহিত করা হলেও স্থায়ী কোনো সমাধান মেলেনি।

এ বিষয়ে উল্লাপাড়া উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বিদ্যালয়টির ঝুঁকির খবর জেনেছেন এবং দ্রুত সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ রায়হানুল ইসলাম জানান, জমি দখলের লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে কঠোর আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।